ভাসমান জনপদ

বরিশালের বানারীপাড়া উপজেলার বিশরকান্দি, উজিরপুর, মরিচবুনিয়া এসব গ্রাম সম্পর্কে খোদ বরিশালের মানুষই খুব একটা জানেনা। বরিশালের মানুষের বুক ভরে থাকে ধান-নদী খালের দেশে জন্মানোর গর্বে। কিন্তু সেই সমৃদ্ধির আড়ালে আবডালে যে অনেক দুঃখ, কষ্টের গাঁথা রয়েছে সেকথা জানে খুব কম মানুষ। বড় বড় নদীর শাখা প্রশাখায় ভরপুর বরিশাল জেলা। জোয়ার ভাটার মতোই আহরণ অবরহনের সঙ্গে মিশে থাকে মানুষের ভাগ্য। নাগরিক কোলাহলের বাইরে একেবারে বিচ্ছিন্ন একটি জনপদে কবে যে নতুন একটি সংস্কৃতির জন্ম হয়েছে তা বলতে পারে না জীবিত কেউই। '৮০র দশকে বাংলাদেশ টেলিভিশনের মাটি ও মানুষ অনুষ্ঠানে শাইখ সিরাজই প্রথম দেশের মানুষকে পরিচিত করিয়ে দেন সেই জনপদের বিচিত্র চাষাবাদ ও জীবন যাত্রার সঙ্গে। অবাক করা সেই দৃশ্যপট। আবাদী ক্ষেত ভাসছে পানির ওপরে। সেই ক্ষেতে দারুণ সবুজ ফসল। যে ফসলই বাঁচিয়ে রাখে শত শত তৃণমূল কৃষি পরিবারকে। তাদের আয়ের একটি মাত্র উৎস্য এই ভাসমান চাষ। পানির ওপর কচুরিপানাসহ নানা উপাদান দিয়ে একটি ভাসমান ও উর্বর পাটাতন তৈরি করে সেখানেই ফলানো হয় বিভিন্ন ফসল ও ফসলের চারা। তৃণমূল কৃষক পরিবারের মহিলারাও সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত এই ভাসমান চাষের সঙ্গে। মহিলারা ঘরে বসে বিভিন্ন কৃষিপণ্যের বীজতলা তৈরি করেন। আর চাষীরা পানির ভেতর ভেসে থাকা জমিতে জোয়ার ভাটা মেনে যেসব ব্যবস্থাপনা দরকার তা করে থাকে। চাষীর ক্ষেত দুলে বেড়ায় পানির ওপর। ওইসব কৃষকের কোন জমি জিরেত নেই ডাঙ্গায়। সারাবছরই ঘরের চারদিক পর্যন্ত পানি ছুঁই ছুঁই করে। কখনো কখনো ভেসেও যায়। জোয়ার ভাটারই একটি প্রতীক যেন এদের জীবন অথবা এদের জীবনের ছন্দেই মিলিয়ে চলে জোয়ারভাটা।

'৮০'র দশকে মাটি ও মানুষ অনুষ্ঠানে ওই জনপদের বাস্তব চিত্রটি তুলে ধরার মধ্য দিয়ে শাইখ সিরাজ যে যে বিষয়গুলো চিহ্নিত করেন, তা হচ্ছে ওই জনপদে নেই কোন সরকারি কৃষি অফিস, স্থানীয় কৃষকরা ভাসমান চাষ পদ্ধতি কারো কাছ থেকে শেখেনি বরং বেঁচে থাকার তাগিদেই শত বছর আগে কোন কৃষকের মাথা থেকে বের হয়ে আসে একেবারে অভিনব এই পদ্ধতি। তখন পর্যন্ত কোন কৃষকই সরকারি কোন কৃষি কর্মকর্তাকে চোখে দেখেনি। কৃষিক্ষেত্রে কেউ এসে সাহায্য সহযোগিতা পরামর্শ করে –এমন ধারণার সঙ্গেই পরিচিত নন কৃষকরা। কৃষিক্ষেত্রে যেমন এই চিত্র, একই চিত্র আর্থসামাজিক সকল প্রেক্ষাপটে। ওই জনপদের সন্তানদের শিক্ষা, বিনোদন থেকে শুরু করে আধুনিক জীবন ব্যবস্থার কোন ছোঁয়া লাগেনি। সেটি ছিলো বিটিভি'র মাটি ও মানুষ তথা শাইখ সিরাজের উপস্থাপনায় অনবদ্য এক পরিবেশনা। যে অনুষ্ঠানটি যারা দেখেছেন, তাদের দৃষ্টিতে এখনও সম্ভবত ভেসে ওঠে, বাংলাদেশের এক অন্য চেহারা। যা এই চলমান একবিংশ শতাব্দীতেও বিস্ময়কর এক চিত্র।

বাংলাদেশে তৃণমূল পর্যায়ের উন্নয়ন, সমস্যা, সম্ভাবনা ইত্যাদির ক্ষেত্রে ফলোআপ সাংবাদিকতার রেওয়াজ নেই বললেই চলে। দেশের মিডিয়াবোদ্ধারা একবাক্যে স্বীকার করেন যে, চারণ সাংবাদিক মোনাজাত উদ্দিনই জোরালোভাবে তৃণমূলের পর্যায়ের রিপোর্টিং ও ফলোআপ রিপোর্টিং করতেন সংবাদপত্রে। আর বাংলাদেশে ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় এ ধারার জন্ম দেন শাইখ সিরাজ। বরিশালের বানারিপাড়ার ভাসমান চাষের সেই জনপদের সঙ্গে তিনি যেন অনেকটাই মনেপ্রাণে মিশে যান। আহতও হন বৈকি। তারপর সরকারি নীতি নির্ধারক থেকে শুরু করে সাংবাদিকদের সঙ্গে বহু আলোচনায়, গল্পে, লেখনীতে তিনি তুলে ধরেন সেই জনপদের কথা। বিটিভিতে মাটি ও মানুষ অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকেই '৯০ এর দশকে তিনি আরেকবার যান ওই জনপদে, কিন্তু গিয়ে যারপরনাই হতাশ হন। তখন পর্যন্ত ওই এলাকার দিকে চোখ পড়েনি সরকারের কোন দপ্তর কিংবা কার্যক্রম। কোন বেসরকারি উদ্যোক্তা এমনকি সুযোগ সন্ধানী এনজিও পর্যন্ত পৌছেনি ওই জনপদে। তখনও স্থানীয় অধিবাসীরা ফেলতে পারেনি আশা ও স্বস্তির নিঃশ্বাস। শত বছর আগের সঙ্গে তাদের জীবনযাত্রার কোন পরিবর্তন নেই। নাগরিক উন্নয়ন, তথ্যপ্রযুক্তির বিকাশ, মানুষের জীবনযাত্রার উন্নয়ন তাদের কাছে তখনও কল্প কাহিনীর সোনার হরিণই রয়ে গেছে। এবারও ঘুরে এসে তিনি অনুষ্ঠান নির্মাণের পাশাপাশি সামগ্রীক বিষয়টি নিয়ে কথা বলেন তার পরিচিতজনদের সঙ্গে। তুলে ধরেন সরকারি নীতিনির্ধারকদের মাঝে। কিন্তু তাও থেকে যায় নিষ্ফল আবেদনের মতোই। ওই এলাকার ওপর আরো কাজ করার অদম্য টান, তার কাছে অবশ্য করণীয় এক দায়িত্ব হয়েই থেকে যায়। তা বোঝা যায় আরো ১০ বছর পর। গত বছর অক্টোবরে চ্যানেল আই'র হৃদয়ে মাটি ও মানুষ অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে আবারো ছুটে যান সেই জনপদে। এবার সঙ্গে যাওয়ার সুযোগ হলো আমিসহ হৃদয়ে মাটি ও মানুষ টীমের ক্যামেরাম্যান শহীদুল্লাট টিটন্, স্থিরচিত্র গ্রাহক এস এম নাসির, চিত্রগ্রহণ সহকারি খোরশেদ আলম ও বরিশালের সাংবাদিক জুয়েল সরকারের।

আমরা খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করলাম একটি অবহেলিত জনপদ সম্পর্কে মানুষের জানা অজানা নানা চিত্র। বরিশালের উজিরপুরে সন্ধ্যা নদীর ঘাট থেকে যখন আমরা নৌকায় উঠছি তখন স্থানীয় নৌকা চালক ও মাঝিরাও বলতে পারছে না বিশরকান্দি, মরিচবুনিয়া গ্রামের ঠিকানা। কেউ কেউ অনেকটা অনুমানে ঠিকানা বললো, জানালো, তারা শুনেছে পানির উপর ভাসমান চাষ হয় কিন্তু চোখে দেখেনি। সন্ধ্যা নদীর ঘাট থেকে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার নদীপথ পড়ি দিয়ে ছায়াঘেরা পানিতে টৈ টুম্বুর এক এলাকায় পৌছে গেলাম আমরা। শাইখ সিরাজ আমাদেরকে বুঝিয়ে দিলেন, গত ১০-২০ বছরে এই এলাকার চিত্র, আর্থসামাজিক অবস্থা, মানুষের কাজকর্ম। তিনি নিজেই বললেন, এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে এই এলাকার কোন পরিবর্তনই চোখে পড়ছে না। মানুষের অবস্থা যা ছিলো তা-ই আছে। বরং সময়ের ব্যবধানে জনসংখ্যা বেড়েছে, একেকজন মানুষের পারিবারিক চাহিদার গন্ডি আরো প্রশস্ত হয়েছে। চাষ কৌশল ও বেঁচে থাকার উপজিব্যতায় কোন পরিবর্তন আসেনি। সরকারি কৃষিদপ্তর তখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি, এমনকি দৃষ্টি পড়েনি সরকারেরর নীতি নির্ধারকদের। অতি সহজ সরল সাধারণ কৃষকরা বাপদাদার পুরাতন পেশা হাঁটুপানিতে দাঁড়িয়ে চাষাবাদ করেই চলেছে, মহিলারাপ ঘরে বসে বীজতলা তৈরি করেই চলেছে। গ্রামের চেয়ারম্যান মেম্বররা জানালেন, এই এলাকায় আজ পর্যন্ত কোন সরকারি কৃষি বিভাগের কর্মীরা আসেনি। শত শত বছর ধরে একই পদ্ধতিতে চাষ করতে করতে কৃষকরা এখন আর আগের মতো উপকৃত হতে পারেন না। বছরে যে পরিমাণ সবজির চারা কিংবা অন্যান্য ফসল উৎপাদন করেন তার উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকা খুব কষ্টকর হচ্ছে। সরকার যদি এদের জীবন ব্যবস্থা উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করতো তাহলে এই এলাকার মানুষ শত বছরের টানা বঞ্চনা থেকে হয়তো রেহাই পেত। হৃদয়ে মাটি ও মানুষ অনুষ্ঠানে এই প্রতিবেদনটি প্রচার হলো গত বছর ১৯ ফেব্রচ্ছারিতে। সেদিন ছিলো অনুষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। বিষয়টি নিয়ে এবার শাইখ সিরাজ সরকারের কৃষি মন্ত্রী, প্রতি মন্ত্রী, মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রীসহ সরকারি বেসরকারি পর্যায়ে নীতিনির্ধারক পর্যায়ে আলোচনা করেন। ওই জনপদের মানুষের অবস্থা উন্নয়নের প্রয়াস হিসেবে তিনি বক্তৃতায় সেমিনারে তুলে ধরেন সেই বিচ্ছিন্ন জনপদের চিত্র। অভিনব চাষ পদ্ধতির চিত্র। কেউ কেউ তার সঙ্গে সহমর্মীতা দেখালেন, কেউ কেউ নানা পরিকল্পনার কথা বললেন, কেউ চাইলেন ওই জনপদ একবার ঘুরে আসতে। আর কৃষিমন্ত্রী এম কে আনোয়ার এ বিষয়ে ভেবে চিন্তে এক আলোচনায় শাইখ সিরাজকে বললেন, 'আমি চিন্তা করে দেখেছি, ভাসমান চাষ নিয়ে কিছু করতে গেলে খুব একটা লাভ হবে না, বিষয়টি 'ভায়াবল' নয়। তারপর একদিন অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় শাইখ সিরাজ আবারো বিষয়টির অবতারণা করেন, একটি জনপদের মানুষ শত শত বছর ভাসমান চাষের উপর নির্ভরকরে বেঁচে আসে, সেখানে আমরা যদি বলি ওই চাষ পদ্ধতি লাভজনক নয় তাহলে সেখানে আর কিছুই বলার থাকে না।